দৈনিক ইনকিলাব

079

তারিখ 12 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

29

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন

"বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের ন্যায় দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষার বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনের মেয়াদ ও নিদিষ্ট" একথা সর্বজনবিদিত। মূলতঃ তিন বছরের অনার্স কোর্স ও এক বছরের মাস্টার ডিগ্রীসহ চার বছরের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু প্রতিবছর নানাবিধ কারণে নির্ধারিত কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়ে দীর্ঘতর হচ্ছে এবং পরীক্ষা পিছিয়ে যেয়ে অনাকাংক্ষিত সেশনজটের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ৪/৫ বছরের নির্ধারিত কোর্স সম্পন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করতে কমপক্ষে ৭/৮ বছর সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। এভাবে চার বছরের কোর্স শেষ করতে সাত-আট বছর লেগে যাওয়ার কারণে শিক্ষাবর্ষ ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনও ক্রমান্বয়ে দীর্ঘতর হচ্ছে। ফলে বর্তমানে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন পরিচয়ে সনাক্ত করা হচ্ছে। যেমনঃ ১ম বর্ষ (নতুন), ১ম বর্ষ (পুরাতন); আবার ২য় বর্ষ (নতুন); ২য় বর্ষ (পুরাতন)। অথচ কিছুকাল পূর্বেও নির্দিষ্ট মেয়াদেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত কোর্স সম্পন্ন হতো। কেউ স্বেচ্ছায় পরীক্ষা না দিলে বা পরীক্ষায় অকৃতকার্য না হলে তিন বছরেই নির্ধারিত অনার্স কোর্স শেষ হতো এবং চার বছরেই ছাত্র-ছাত্রীগণ মাস্টার ডিগ্রী সম্পন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতো। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেক ক্ষেত্রে ভর্তির পূর্বেই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন থেকে একটি মূল্যবান শিক্ষাবর্ষ হারিয়ে যায়। তদুপরি ভর্তি বিলম্বিত হওয়ার পরও নির্ধারিত কোর্স নির্দিষ্ট মেয়াদে সমাপ্ত হওয়া অনিশ্চিত থেকে যায়। বলা বাহুল্য, আমাদের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। মহাবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া সমাপ্ত করতে শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের অধীর আগ্রহে অনেক সময় নষ্ট করাসহ ধৈর্যের এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়।

তাছাড়া শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা, অরাজকতা ও নৈরাজ্যের কারণে অনাকাংক্ষিত সেশনজট সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করার প্রেক্ষিতে মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রী প্রাপ্তির পর দেখা যায় যে, অনেকের চাকরির নির্ধারিত বয়সসীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এভাবে ক্রমান্বয়ে শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক পরিস্থিতি ও শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ক্রমে ক্রমে জটিল আকার ধারণ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ কলুষিত হয়ে উঠায় আজকাল অভিভাকগণ স্বীয় সন্তানদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে সত্যিকারভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। অপরদিকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা পিছানো ও নানাবিধ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়ভাবে ও অনেক শিক্ষাবর্ষ নিষ্ফল হয়ে পড়ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান শিক্ষা জীবনের অযথা অপব্যয় হচ্ছে।

এজন্য যে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরাই সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়, এর খেসারত দিতে হচ্ছে সমগ্র জাতিকেও। দিনে দিনে আমাদের শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সেশনজটজনিত কারণে বিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন সমাপনান্তে চাকরির বয়সসীমা উত্তীর্ণ হওয়ায় কর্মসংস্থানের অভাবে শিক্ষিত বেকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে বিরাট হতাশা। আর আমাদের দেশের বহু উচ্চশিক্ষিত লোকের বেকারত্বের পেছনে ঐ একটি মাত্র কারণকেই দায়ী করা যায়।

এমতাবস্থায় জাতির ভবিষ্যত নিষ্কন্টক করার লক্ষ্যে সেশনজট নিরসনে পরীক্ষা পিছানো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য শিক্ষানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিয়মিত পড়াশুনা যাতে কোনক্রমেই ব্যাহত না হয় এবং শিক্ষার উপযোগী সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে সেজন্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্র-অভিভাবক, শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলকেই দৃঢ় ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে শিক্ষার পরিবেশকে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক করতে হবে।

মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান নোমান